॥ তানপুরা ॥

তানপুরাকে তম্বুরাও বলে। তম্বুরু নামক কোন মুনি নাকি এই যন্ত্রের উদ্ভাবক। ভারতীয় কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের সঙ্গে তানপুরা বাজানো হয়—সুরের অখণ্ড পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার জন্য।

এতে চারটি তার থাকে। একটি বাঁধা হয় মন্দ্র-পঞ্চমে। (রাগ বিশেষে গান্ধার, মধ্যম বা নিষাদ-এও বাঁধা হয়), একটি থাকে মন্দ্র-ষড়জে এবং বাকী দুটি মধ্য-সপ্তকের সা-তে। যদিও সাধারণ ভাবে মনে হয় যে এতে শুধু সা ও প স্বর দুটিই ধ্বনিত হচ্চে, আসলে তা নয়। ঐ চারটি তারে সপ্তকের সব

স্বরগুলিই ঝংকৃত হয়। মূল স্বর থেকে উৎপন্ন অন্য স্বরগুলিকে বলা হয় 'সহায়ক নাদ'।

যাঁরা এই যন্ত্রটি ব্যবহার করবেন তাঁদের এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

তুম্বা ॥ লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরী প্রায়-গোলাকার খোলটিকে বলা হয় তুম্বা। ভেতরটা ফাঁপা থাকার জন্য তারের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে গুঞ্জরিত হয়।

দণ্ড ॥ লম্বা দণ্ডটি তৈরী হয় কাঠ দিয়ে। এর ভেতরটাও ফাঁপা এবং এটি যুক্ত থাকে তুম্বার সঙ্গে।

গুলু ॥ তুম্বার সঙ্গে যেখানে দণ্ডটিকে জোড়া দেওয়া হয়, সেই জায়গাটিকে বলা হয় গুল্ বা গুলু।

তব্‌লী ॥ তুম্বার ওপরটা যে-চ্যাপটা কাঠের ঢাকনা দিয়ে ঢাকা থাকে, সেই ঢাকনাটিকে বলা হয় তব্‌লী।

ব্রিজ ॥ তব্‌লীর ওপর পুলের মত যে একটি হাড়ের টুকরো বসানো থাকে—যার ওপর দিয়ে তারগুলি ওপর দিকে চলে গেচে—সেই টুকরোটিকে বলা হয় ব্রিজ। এটি কাঠ দিয়েও তৈরী হয়। ব্রিজকে সোয়ারী বা ঘুড়ঞ্চ নামেও চিহ্নিত করা হয়।

মোগরা ॥ ব্রিজের নিচের দিকে—তুম্বার শেষে—যে ছোট-ছোট ছিদ্রযুক্ত কাঠের ছোট পটিটির সঙ্গে তারগুলি বাঁধা থাকে, সেই পটিটিকে বলা হয় মোগরা বা পন্থী। এইখানে তারগুলিকে বেঁধে ব্রিজের ওপর দিয়ে ক্রমশঃ দণ্ডের ওপর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

খুঁটি ॥ দণ্ডের ওপর দিকে থাকে খুঁটি। একে কান-ও বলা হয়। চারটি তার আটকানোর জন্য চারটি খুঁটি থাকে। দণ্ডের দুপাশে দুটি এবং দণ্ডের সামনে দুটি। দণ্ডের গায়ে ছিদ্র ক'রে এই খুঁটিগুলি আটকে রাখা হয়। পঞ্চমের তারটি নিচের দিক থেকে টেনে, বাঁ দিকের খুঁটিটির সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে রাখা হয়। আর ডান পাশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয় মন্দ্র-ষড়্‌জের তারটি।

মাঝের খুঁটি দুটিতে বাঁধা থাকে মধ্য-ষড়্‌জের তার দুটি। সুর বাঁধার সময় এই খুঁটিগুলি ঘুরিয়ে তারগুলিকে প্রয়োজনমত টান করা হয়।

অটি ॥ সামনের খুঁটি দুটির নিচেই যে ছোট-ছোট দুটি হাড়ের বা কাঠের পটি দণ্ডের সঙ্গে আটকান আছে, তার নিচেরটিকে বলা হয় অটি বা আটক।

তারগুলিকে যখন ব্রিজের ওপর দিয়ে সোজা ওপর দিকে টেনে আনা হয়, তখন প্রথমে এই অটির ওপর দিয়ে তারগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়।

তারগহন ॥ অটির ঠিক ওপরেই—ঠিক অটির মত যে আরেকটি পটি থাকে, তাকে বলা হয় তারগহন বা তারদান। তারগহনে চারটি ছিদ্র থাকে —যার মধ্য দিয়ে একে একে তার চারটিকে গলিয়ে ওপরে টেনে নিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয়।

মন্‌কা ॥ তারের সঙ্গে লাগানো ব্রিজের নিচে ছোট-ছোট যে চারটি গুলি দেখা যায় তাকে বলে মন্‌কা। সব সময়ে যে গুলিই থাকে তা নয়, অনেকে হাঁস, পান বা অন্য কোন আকারেরও কিছু তৈরী করিয়ে নেন। এগুলি কাঁচ, হাড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। সুর বাঁধার পর, সুরের সামান্য কম-বেশি হলে এই মন্‌কা উঁচু-নিচু ক'রে সূক্ষ্মভাবে সুর মেলানো হয়।

তার ॥ তানপুরায় যে চারটি তার থাকে তা'র প্রথমটি (বাঁ দিকের মানে পঞ্চমের তারটি) হয় পিতলের বা স্টীলের। পিতলের তার নিষাদ অবধি বাঁধা যায় না। তাই অনেকে স্টীলের তার লাগান। এই তারটি জুড়ির তার অপেক্ষা মোটা। তাতে মন্দ্র-সপ্তকের গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম বা নিষাদ—যে-কোন সুরই বাঁধা যায়। মেয়েদের তানপুরায় কিন্তু এই তারটি সব সময়েই স্টীলের থাকে।

মধ্যের তার দুটিও স্টীলেরই হয়। এতে মধ্য সপ্তকের ষড়জ মেলানো হয়। এই দুটিকে জুড়ির তারও বলে। এই দুটি, পঞ্চম ও খরজের তার অপেক্ষা পাতলা।

কিন্তু শেষ তারটি (ডান দিকের) কখনই স্টীলের হয় না। এটি সব সময়েই মোটা এবং পিতলের বা তামার থাকে। এটিকে খরজের তারও বলা হয়। এটি বাঁধা হয় মন্দ্র-সপ্তকের সা-তে।

সুতো ॥ ব্রিজের সমতল ভাগটির ওপর তারগুলির গায়ে ছোট ছোট সুতোর টুকরো দেখা যাবে। এই সুতোগুলিকে ব্রিজের ঠিক জায়গায় দিতে পারলে সুরের গুঞ্জরণ উৎপন্ন হয়। সুরের এই অনুরণনকে বলে জোয়ারী।